ভোরের কাগজ

তারিখ 24 APR 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

পৃথক সংবাদ সম্মেলনে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ

হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করুন : ছাত্রলীগ
ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা গুলি করে : ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকযুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পরস্পরকে দায়ী করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পৃথক পৃথক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের নেতারা অবিলম্বে পার্থর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেছে এবং ছাত্রদলের নেতারা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত না করলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেওয়ার মতো যে কোনো কর্মসূচি দেওয়া হবে।

মধুর কেন্টিনে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে এনামুল হক শামীম ও ইসহাক আলী খান পান্না। লিখিত বক্তব্যে এনামুল হক শামীম বলেন, ছাত্রী লাঞ্ছনা ও গুলি বর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে সমাবেশ করার জন্য ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মধুর কেন্টিনে একত্রিত হতে থাকে। তখন আইবিএ ভবনের ভিতর থেকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে গুলি বর্ষণ করে। তাদের গুলিতেই নিহত হয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থপ্রতিম আচার্য। সম্মেলনে তিনি ঘোষণা দেন, পার্থপ্রতিমের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আজ শুক্রবার কালো ব্যাজ ধারণ ও দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন, ২৫ এপ্রিল দেশব্যাপী শোক মিছিল এবং সকাল ১১টায় অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশ এবং ২৬ এপ্রিল দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ এবং এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

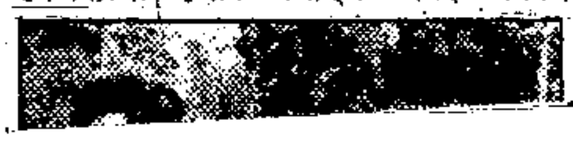

জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও হাবিবুর নবী সোহেল। সম্মেলনে শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা-গুলিবর্ষণ করে। পরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতেই নিহত হয় পার্থপ্রতিম। তিনি আরো অভিযোগ করেন, জসীমউদ্‌দীন হলে পুলিশ তল্লাশীর নামে মানবেতরভাবে নির্যাতন চালায়। এ সময় প্রায় ৯৩ জন ছাত্র আহত হয়। গ্রেপ্তারকৃত অর্ধশতাধিক ছাত্রের সঙ্গে আইনজীবী ও দলীয় নেতাদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

সম্মেলনে তিনি সকল হলে সব সংগঠনের নেতাকর্মীদের সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য উপাচার্যের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেওয়া হবে। সম্মেলনে তিনি ঘোষণা দেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, হলে ছাত্রদের অবস্থান করতে দেওয়ার দাবিতে আগামীকাল শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ এবং রোববার উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করা হবে।